এই সময়

ছাত্রীর মূত্রনালিতে পাথরের শিকল, অপারেশন বাঁকুড়ায়

এই সময়, বাঁকুড়া: ডাক্তারি পরিভাষায় 'চেইন অফ লেক্স।' পাথরের শিকল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রিনা বাউড়ির মূত্রনালিতে ওই শিকল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন চিকিৎসকরা। গলব্লাডারে এমন জিনিস আকছাড় দেখা গেলেও এত কম বয়সে মূত্রনালিতে বিরাট মাপের ৯টি পাথরের উপস্থিতিকে বিরল ঘটনা বলেই তাঁরা মনে করছেন। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের শল্য বিভাগের প্রধান উৎপল দে বলেন, 'আমার ২০ বছরের সার্জারি জীবনে এমন ঘটনা আগে দেখিনি। রিনার রক্তেও সমস্যা ছিল। ওর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ খুব কম ছিল। আবার রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতাই ছিল না।' উৎপলের নেতৃত্বেই রিনার অপারেশন হয়। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে এই ধরনের অপারেশন এই প্রথম। ঝুঁকিপুর্ণ বলে প্রথমে এই অপারেশন করাতে চাননি বাঁকুড়া মেডিক্যালের চিকিৎসকরা। সেই পরিকাঠামোই এখানে নেই।

চিকিৎসকরা রিনার পরিবারকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতে ভেঙে পড়ে রিনার পরিবার। তার বাবা পেশায় শ্রমিক রাজু বাউড়ি বলেন, 'আমার পক্ষে কলকাতায় নিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভবই ছিল না।' বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধানের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন রিনার মা রূপালি বাউড়ি। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে টাকাপয়সা নেই। আপনারাই আমার মেয়েকে বাঁচান।' রিনার মায়ের আকুল অনুরোধ ফেরাতে পারেননি অধ্যক্ষ। সরকারি খরচে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে রিনার নানা পরীক্ষা করান। এর পর ওকে রক্ত দিয়ে স্বাভাবিক করা হয় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ। শেষপর্যন্ত অপারেশন হয় বাঁকুড়া মেডিক্যালেই। অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন, 'এমন ঘটনা বাঁকুড়ায় প্রথম। আমাদের চিকিৎসক টিম সাফল্যের সঙ্গে অপারেশন করেছে। এটাই আনন্দের।'

রিনা বাঁকুড়া সদর থানার কারকডাঙা গ্রামের বাসিন্দা। সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। মাস তিনেক আগে হঠাৎ পেটে ব্যাথা শুরু হয় তার। এলাকায় চিকিৎসা করিয়ে কোনও লাভ হয়নি। পরে বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে আনা হলে চিকিৎসকরা ধরতে পারেন যে রিনার মূত্রনালিতে পাথরের শিকল তৈরি হয়েছে। পাথরগুলিও বেশ বড় সাইজের। অভাবের সংসারে অপারেশন করানো নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ে রিনার পরিবার। শেষপর্যন্ত বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের মানবিক মনোভাবের কারণে সুস্থ হওয়ার পথে রিনা। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, আর কয়েক দিনের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছাড়া পাবে সে। একই দিনে এই মেডিক্যালে ক্যান্সার আক্রান্ত এক রোগিণীর পিত্তথলি ও লিভারের একাংশ কেটে বাদ দেওয়ার অপারেশন হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে।

বাঁকুড়া মেডিক্যালে সুস্থ হওয়ার পথে রিনা বাউড়ি। (ডান দিকে) অপারেশনের আগে মূত্রনলিতে পাথরের ছবি — দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়